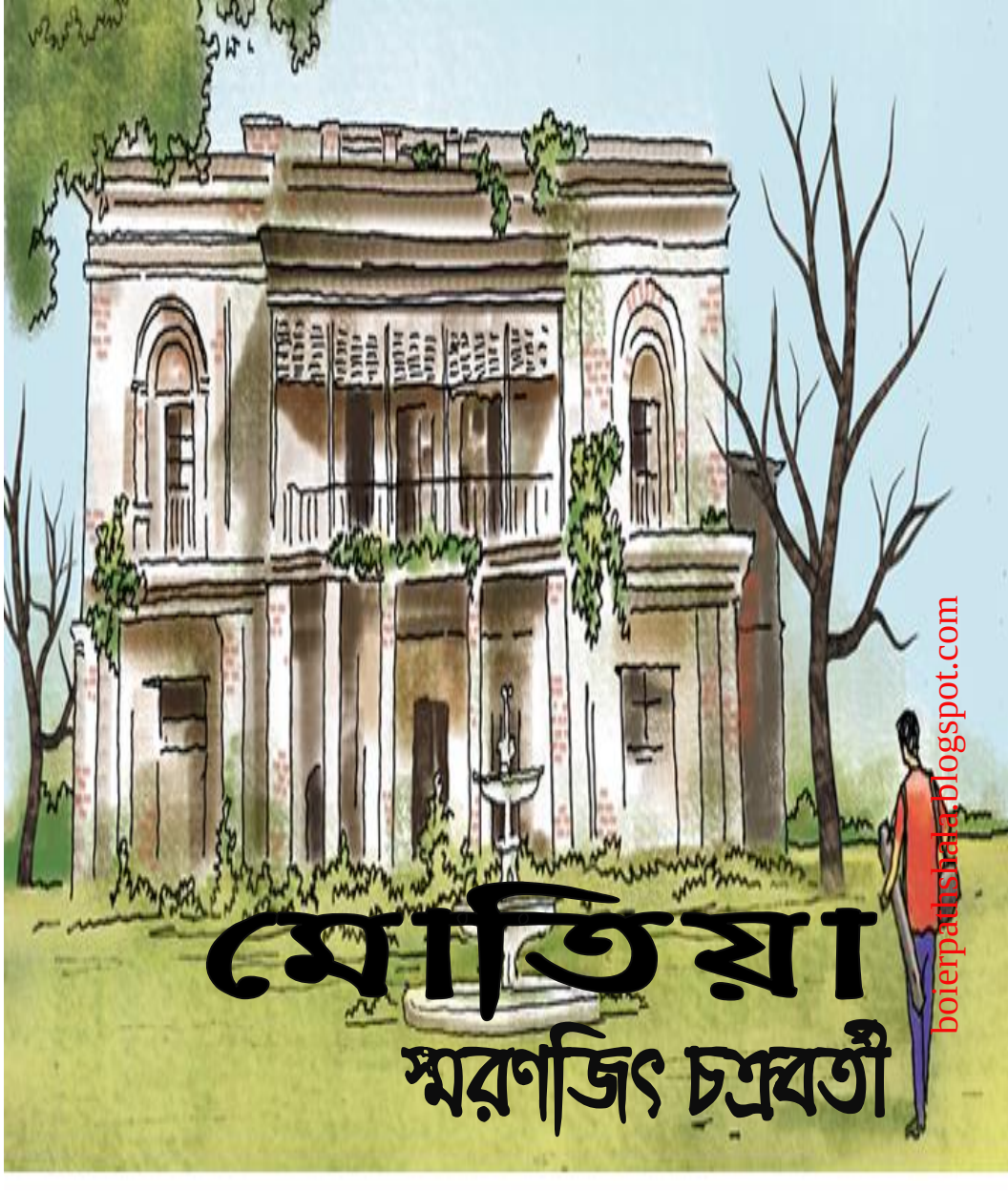

মোতিয়া

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

boierpathshala.blogspot.com

জায়গাটার নাম নীলিঘাটি। মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমদ্বার ঘেঁষে বিখ্যাত মাণ্ডুর কাছের একটা ছোট গ্রাম। মহেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, বাঘকেভ্স ইত্যাদি টুরিস্ট স্পটের ফাঁকে মানুষজন খবরই রাখে না এমন একটা ছোট্ট গ্রাম বিন্ধ্য পর্বতের গা ঘেঁষে রয়ে গিয়েছে।

টাপুও শোনেনি। তাই মিহিরদা যখন প্রথমে নীলিঘাটির কথা বলেছিল, ও অবাক হয়ে গিয়েছিল! নীলিঘাটি! গ্রাম! মান্ডুর কাছে!

মান্ডু তো সবাই চেনে। রানি রূপমতীর গল্পের সেই শহর। কিন্তু তার কাছেই নীলিঘাটি বলে কোনও গ্রাম আছে!

মিহিরদা ফোনের মধ্যেই হেসেছিল, বলেছিল, "টাপুবাবু, তুমি ওই সারাজীবন ইউরোপ-আমেরিকাই করে বেড়াও। আমাদের দেশটা আর দেখতে হবে না। শোন, এবার কিন্তু ঝোলাবি না। ভাল করে কাজটা করে দে। মান্ডু আর তার আশপাশের ওপর কিছু ফোটো তুলে ট্রাভেলগ লেখ। অস্ট্রিয়ান কাগজ। ভাল টাকা দেবে। তোর কথা আমিই বলেছিলাম ওদের। তুই লাস্ট মান্থ বলছিলি যে, তোর টাকার দরকার। তাই... পাখি আশা করি বারণ করবে না। আফটার অল তোর লাভ হবে এতে।"

পাখি বারণ করলেও শোনার মতো অবস্থা নেই টাপুর। সামনে যে ব্যাপারটা ঘটতে চলেছে ওর জীবনে, তার জন্য টাকা লাগবে ওর। অনেক টাকা।

boierpathshala.blogspot.com

ক্যামেরাটা তাড়াতাড়ি করে কাঁধে ঝুলিয়ে গাড়ি থেকে নামল টাপু। দুপুরের সূর্য পশ্চিমে হেলেছে সামান্য। এই জানুয়ারির শেষেও তাপ বেশ।

গাড়িটা ওকে নামিয়ে দিয়ে ঘুরে আসবে ঘণ্টাতিনেক পরে। ড্রাইভার কেশবলালকে লাঞ্চ করতে হবে। নীলিঘাটিতে তেমন সুবিধের জায়গা নেই। তাই কিছু দূরে কোনও জায়গা থেকে খেয়ে আসবে।

তা আপত্তি করেনি টাপু। এখানে একটু সময় তো লাগবেই।

গাড়িটা পথের লাল-কমলা ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। টাপু চারদিকটা একবার দেখল ভাল করে। কোনও মানুষজন নেই কাছে। সবটাই নির্জন। সামান্য হাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। বড় ঘাস, নুয়ে থাকা গাছের পাতা আর এলোমেলো জঙ্গলের কানে কানে হাওয়া কি বলছে কিছু?

নীলিঘাটির এককোণে এই জায়গাটা। এমনিতেই মূল গ্রামটায় মানুষজন খুব কম। আর এইখানে তো কিছুই তেমন দেখতে পাচ্ছে না টাপু। শুধু কিছু পাখি আর ওই ফিসফিসে গোপন কথা বলে যাওয়া হাওয়া।

সামনে তেমন কোনও পথ নেই। শুধু লালচে মাটির রাস্তা বেঁকে গিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে।

boierpathshala.blogspot.com

জঙ্গলটা ঘন নয়। শীতের থাবায় ব্রোঞ্জ রং ধরে রয়েছে। আকাশের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি শীর্ণকায় গাছ। ওই পথে পা রাখতে গিয়ে সামান্য থমকাল টাপু। এমন নিস্তব্ধ দুপুরে এ কোথায় এল ও!

জঙ্গলটা বড়ও নয়। সামনে একটা বড় গাছের পাশ দিয়ে রাস্তাটা ডানদিকে বেঁকে গিয়েছে। টাপু বাঁক ঘুরতে গিয়েও চমকে উঠল। একটা গিরগিটি সরসর করে লেজ টেনে দৌড়ে গেল সামনে দিয়ে। আর শুধু গেলই না, একটা গাছের গুঁড়ির উপর উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে যেন দেখল টাপুকে। টাপুর বুকটা কেঁপে উঠল। এমন লাল রংয়ের চোখ হয় গিরগিটির!

জঙ্গলের আরও ভিতরে যেতেই এবার বাড়িটা দেখতে পেল টাপু। না, ঠিক বাড়ি নয়। ছোট একটা প্রাসাদ। টাপু পা চালিয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

বড় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা প্রাসাদটার গায়ে কয়েকশো বছরের শ্যাওলা। সামনে একটা বিশাল তোরণ। সেটা পার হয়ে ভিতরের প্রকাণ্ড খোলা চত্বরে গিয়ে দাঁড়াল টাপু।

এমন ভাঙাচোরা কিন্তু সুন্দর প্রাসাদ কোনওদিন দ্যাখেনি ও। দুপুরের রোদে একমুঠো সৌন্দর্য অবহেলায় ফেলে রেখে কেউ যেন চলে গিয়েছে কোথাও।

boierpathshala.blogspot.com

প্রাসাদটা বেশ বড় হলেও অধিকাংশই ভাঙাচোরা। শুধু শুকনো ফোয়ারা আর ভাঙা পরিদের ওইদিকে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। লোহার বড় দরজা। সারা গায়ে ফুলের কাজ।

টাপু এদিক-ওদিক তাকাল। কেউ তো নেই! তবে কি ওদের চিঠি পায়নি? মিহিরদা যে বলল, খবর দেওয়া আছে, তবে! দেখে তো মনে হচ্ছে না এখানে কেউ আছে।

আচমকা খা খা শব্দে একটা পাখি ডেকে উঠল দুপুর ভেদ করে। আবারও বুকটা কেঁপে উঠল টাপুর। কী অদ্ভুত পাখির ডাক এটা! কোন পাখি এমন করে ডাকে!

শব্দটা যেমন ভেসে উঠেছিল তেমনই আবার ডুবে গেল দুপুরের নির্জনতায়। টাপু সময় নিল একটু। এদিক-ওদিক তাকাল আবার। তারপর এগিয়ে গেল দরজাটার সামনে।

পুরনো পিতলের বড় একটা লাঠি ঝুলছে দরজাটার সামনে। টাপু ভাল করে দেখে সেটা ধরে টানল। আর দূরে কোথাও আবছাভাবে গং শুনতে পেল ও। কেমন বিষণ্ণ, সময়ের ভারে নুয়ে পড়া শব্দ যেন ভেসে এল কয়েক শতাব্দীর ওপার থেকে।

আচমকা ঘড়ঘড় শব্দ করে সামনের দরজার পেটের ভিতর থেকে আর-একটা দরজা খুলে গেল। টাপু পিছিয়ে এল একটু।

boierpathshala.blogspot.com

ছোট দরজা দিয়ে এবার বেরিয়ে এল একজন বয়স্ক মানুষ। রোগা, বেঁটে, মুখে অসংখ্য ভাঁজ আর মাথায় ইয়াব্বড় একটা পাগড়ি।

"কেয়া চাহিয়ে বাবু?" লোকটার গলার স্বর পাথুরে, ক্লান্ত। চোখদুটো এই হলদেরঙা দুপুরের মতোই নিস্তব্ধ।

"অ্যাপয়েন্টমেন্ট থা। আমি ছবি তুলতে আসব বলেছিলাম।"

"ও..." লোকটা তাকিয়ে রইল টাপুর দিকে।

টাপুর অস্বস্তি হল। লোকটা যেন পাথরের হয়ে গিয়েছে। চোখের পলক পড়ছে না।

"আপ সমঝ রহে হ্যায়?" টাপু ভুরু তুলল।

লোকটা বলল, "জরুরি হ্যায় কেয়া?"

"মতলব!" টাপু অবাক হল।

"মতলব আজ না হি আতে তো অচ্ছা হোতা।"

"আরে!" টাপু বিরক্ত হল, "এর মানে কী? আমি তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই এসেছি।"

লোকটা তাকাল টাপুর দিকে। তারপর তেমনই পাথর গড়ানো গলায় বলল, "আইয়ে ফির, লেকিন..." লোকটা সরে দাঁড়াল দরজা থেকে, "আওয়াজ না কিজিয়েগা, রানিবিটিয়ার কষ্ট হবে।"

boierpathshala.blogspot.com

মাথা নামিয়ে প্রাসাদের মূল অংশের মধ্যে ঢুকল টাপু। বড় বাড়িটার এই অংশ তাও কিছুটা ভাল আছে। বাকিটা তো মনে হচ্ছে যে কোনও সময়ে পড়ে যাবে।

বিশাল উঠোনের মধ্যে দাঁড়াল টাপু। পায়ের তলায় এবড়ো-খেবড়ো পাথর। কালচে শ্যাওলা ধরা। লোকটা কষ্ট করে আবার বন্ধ করে দিল দরজাটা। তারপর পা টেনে টেনে এসে দাঁড়াল ওর সামনে, "আমার সঙ্গে আসুন।"

পা ফেললেও যেন তার শব্দ শুনতে পাচ্ছে টাপু। বড় দালান পার হয়ে লোকটা ওকে নিয়ে গেল একটা ঘরে।

"নাচঘর," লোকটা ক্লান্ত গলায় টেনে-টেনে বলল, "আপ রুকিয়ে থোড়ি দের, পর আওয়াজ মত্ করনা!"

লোকটা পা টেনে টেনে চলে গেল একটা বন্ধ দরজা ঠেলে।

ভাল করে এবার চারদিকটা দেখল টাপু। নাচঘর! ঘরের ভিতর গাছের চারা গজিয়ে গিয়েছে। মাকড়সার জালে এসে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে শেষ দুপুরের আলো। ধূলিধূসর হয়ে গিয়েছে সব।

হঠাৎ টাপুর পকেটের মোবাইলটা খ্যানখ্যান করে বেজে উঠল। আর নিমেষে কাচের মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল দুপুরটা। টাপু দ্রুত পকেট থেকে বের করল মোবাইল ফোন। অচেনা নম্বর। ও লাইনটা কেটে দিয়ে ফোনটা পকেটে ঢোকাল।

boierpathshala.blogspot.com

আবার সব স্তব্ধ আর স্থির। হাওয়ার নরম শব্দ, গোপন কথার মতো ঘুরছে চারদিকে।

তার মাঝেই টাপু শুনল কোথায় যেন রিনঠিন শব্দ জেগে উঠল একটা। কীসের শব্দ এটা? নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল টাপু। নাচঘরে এমন নূপুরের শব্দ আসছে কোথা থেকে!

"আপ!" নূপুরের শব্দের মতোই ঘরের স্থির হাওয়ার ভিতর ঢেউ তুলে এবার ভেসে এল একটা গলা।

পিছন ফিরে হতবাক হয়ে গেল টাপু। কোথা থেকে এল এই মেয়েটা! লম্বা গোলাপি ঘাগরার উপর হলুদ একটা কুর্তির মতো জামা।কাটা-কাটা চোখ-মুখ। গলার লালচে পাথরে হারটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা! ঘরের ফাটল দিয়ে আসা সূর্যের আলো মেয়েটার চুলে পড়ে অজস্র সোনালি রেখায় ভেঙে গিয়েছে। টাপু অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটার চোখদুটো কী ভীষণ নীল!

টাপু তাকিয়ে রইল। নিস্তব্ধ দুপুরের মধ্যে এ কার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে টাপু! এ কোন রাজকন্যা!

boierpathshala.blogspot.com

(২)

"ওখানে কি তুমি কোনও রাজকন্যা পাবে?" ঝাঁঝিয়ে উঠল পাখি।

টাপু বসে বসে ক্যামেরার স্ট্র্যাপটা ঠিক করছিল। ও মুখ না তুলে বলল, "মিহিরদার অ্যাসাইনমেন্ট। অস্ট্রিয়ার একটা ট্রাভেল ম্যাগাজ়িনের জন্য কাজটা করতে হবে। এগজটিক লোকেল চায় ওরা। আমি তো ল্যান্ডস্কেপ্সে তুলি। তাই আমায় বলেছে, বারো হাজার ইউরো দেবে। অল্প টাকা নয়।"

"টাকা? টাকাই সব?" পাখি তর্ক ছাড়ল না। বলল, "তুমি তো এমন ছিলে না টাপু! সব্বাই চলে আসবে। এত কিছু আয়োজন করতে হবে, প্ল্যান করতে হবে। সেখানে তুমিই চলে যাবে! বিয়েটা কি আমার একার হচ্ছে?"

টাপু স্ট্র্যাপের বাক্লনটা খুলে আবার নতুন করে ফাঁস লাগাতে লাগাতে বলল, "আরে বাবা! বিয়ের আগের দিন তো ফিরেই আসছি। এত ভাবছ কেন?"

"ভাবব না!" পাখি এসে বিছানায় বসল। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বলল, "তুমি কি পাগল! বিয়ের আগের দিন আসবে! তোমার কোনও ভরসা আছে? প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টে দশ-বারোদিন লেট করে ফেরো... আমি কি জানি না কিছু?"

boierpathshala.blogspot.com

টাপু আরও কিছু বলতে গেল, কিন্তু পাখি শুনল না। ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ক্যামেরাটা রাখল বালিশের উপর। বলল, "লুক হিয়ার, আমাদের অত টাকারও দরকার নেই, কেমন?"

"সেটা তোমার বাবাকে বোলো," টাপু বালিশে হেলান দিল, "মনে নেই লাস্ট ডিসেম্বরে তোমার মায়ের জন্মদিনে একঘর লোকের সামনে কী বলেছিল? 'পাখি, তুই এ কাকে বিয়ে করবি? এত ছোট হিরের আংটি কেউ দেয়! এগুলো ড্রিল বিটের হিরে নয় তো?' আমি কিন্তু ভুলিনি! হ্যাঁ, মানছি, লাস্ট দেড়বছর আমার তেমন কাজ হয়নি। তা বলে আমি কি কাজ করি না নাকি!"

"তার মানে বাবা কী বলল, সেটা তুমি ধরে বসে থাকবে?" পাখি আবার উঠে দাঁড়াল।

"দ্যাখো, মিহিরদা আবার আমায় কাজ দিতে শুরু করেছে। ছাড়ব কেন? আমি ঠিক চলে আসব সময়ের আগে, তুমি কেন চিন্তা করছ?"

"আবার এক কথা! চিন্তা করব না!" পাখি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে, এমনভাবে মাথা নাড়ল, "আরে! এমনিতেই আমরা লিভটুগেদার করি বলে তোমার বাড়ির লোকজনের আপত্তি ছিল। আমায় তারা কী ভাবে, সেটা আর নতুন করে বলছি না। আমি সেটা মেনেও নিয়েছি। তেমনই আমারও বাড়ির কারও কিছু গ্রাজ থাকতে পারে। সেটা তুমি স্পোর্টিংলি নিতে পারলে না! বাবাকে ভুল প্রমাণ করতে তোমাকে দৌড়তে হবে?

boierpathshala.blogspot.com

আর শুধু বাবাই বা কেন? আমার বন্ধুবান্ধব! জানো তো আমাদের ছোটবেলার স্কুলের পুরনো গ্রুপটার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয়েছে। ওরাও আসতে শুরু করেছে।"

"হ্যাঁ জানি," ছোট্ট করে বলল টাপু।

"এই যে আমি এয়ারপোর্ট যাচ্ছি লাবণ্যকে আনতে, ও জানতে পারলে কী বলবে!"

"কে লাবণ্য?" টাপু অবাক হল, "আমায় আগে বলোনি তো!"

"কেন বলব? আমায় আজকাল কোন কথাটা বলো তুমি? এই যে যাবে, সেটা আজ বলছ! যাওয়ার ঠিক আগে! এটা কি ইয়ার্কি নাকি!" পাখি চোয়াল শক্ত করল, "আর আফটার ফিফটিন ইয়ার্স পর দেখা হবে আমার সঙ্গে লাবণ্যর। ক্যান ইউ বিলিভ দ্যাট? ও এসে কী দেখবে যে, তুমি রাত্রিবেলা বেরিয়ে গেলে?"

"আরে মহা মুশকিল! আমি কি অমিত রায় নাকি যে, লাবণ্য আসবে বলে কাজকর্ম শিকেয় তুলে বসে থাকব!" টাপু বিরক্ত হল, "কাজ ইজ় কাজ। আমি কথা দিয়েছি, আমায় করতে হবে। প্লাস আই লাভ ইউ টু। আমারও তোমায় বিয়ে করার ইচ্ছে আছে। আমি ঠিক চলে আসব।"

"ঠিক আছে যাও। দ্যাখো যা পার করো... দেখি কোন রাজকন্যা অপেক্ষা করে আছে ওখানে!"

"আপ?" মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল।

boierpathshala.blogspot.com

ঘোর ভাঙল টাপুর, "জি ম্যায়..."

"টুরিস্ট?" মেয়েটা হাসল। ঘরের ভিতর যেন ঝরঝর করে ঝরে পড়ল মুক্তো। বলল, "এখানে তো আসে না টুরিস্ট তেমন... তা কে ঢুকতে দিল আপনাকে এখানে?"

টাপু নিজেকে গোছাল এবার, তারপর বলল, "আসলে আমি এসেছি কলকাতা থেকে। ট্রাভেল ফোটোগ্রাফার। একজন বয়স্ক মানুষ আমাকে এখানে দাঁড়াতে বললেন। হয়তো চাবি নিয়ে আসতে গিয়েছেন।"

"বয়স্ক মানুষ!" মেয়েটা সামান্য ভুরু কুঁচকে তাকাল। তারপর আবার ঝরঝর করে ঝরে পড়ল মুক্তো, "ও বংশীকাকা! আর কীসের চাবি! সবই খোলা আছে। শুধু উপরের একটা ঘর বন্ধ। বাকি তো আপনি দেখতেই পারেন, যাবেন নাকি?"

"আপনি আমায়..." টাপু কথা শেষ না করে তাকাল মেয়েটির দিকে।

"হ্যাঁ। নিশ্চয়ই... অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকলে..." মেয়েটা এবার এগিয়ে এল কাছে।

টাপু ভাল করে দেখল। মেয়েটার চোখের মণিতে কেউ যেন শরতের আকাশ গুলে দিয়েছে। এমন নীল হয় কারও চোখ!

টাপু সম্মোহিতভাবে বলল, "চলিয়ে..."

boierpathshala.blogspot.com

মেয়েটা তাকাল টাপুর দিকে। তারপর আলতো করে ধরল ওর হাত, "আসুন।"

অদ্ভুত চন্দন-গন্ধ আসছে মেয়েটার থেকে! টাপু ডুবে যাচ্ছে নরম গন্ধের মধ্যে! ও সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেল মেয়েটির সঙ্গে। আর মেয়েটির প্রতিটা পদক্ষেপে, গোটা দুপুর জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল নুপূরের টুকরো-টুকরো রিনঠিন শব্দ!

(৩)

ঝটপট করে পায়রারা উড়ে গেল আর মাদ্রী সেই দিকে তাকিয়ে বলল, "ওরা আসে রোজ। কয়েকশো বছর ধরে ওরা আসে এখানে, এই সময়।"

টাপু চমকে গেল সামান্য। কী বলছে মেয়েটা! কয়েকশো বছর মানে? ও তাকাল মাদ্রীর দিকে।

মাদ্রী! নামটা কী অদ্ভুত! মেয়েটাও কি অদ্ভুত নয়! এমন ঢেউ খেলানো চুল! নীল চোখ! এমন চন্দনের গন্ধ! এইরকম একটা মেয়ে এখানে থাকে! কী করে থাকে এমন আধা জঙ্গলের মধ্যে! এমন একটা প্রায় গুঁড়ো হয়ে যাওয়া প্রাসাদে!

টাপু জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো বললেন না, এখানে পার্মানেন্টলি থাকেন না ঘুরতে আসেন!"

boierpathshala.blogspot.com

মাদ্রী হাসল, "হামারে পুরখো কে হাভেলি হ্যায়! আমি হাভেলি ছেড়ে যাব কী করে বলুন?"

"সে কী! এখানে থাকেন!" টাপু অবাক হল।

মাদ্রী হেসে টাপুর হাতে ধরা ক্যামেরাটা দেখিয়ে বলল, "অনেকগুলো ছবি তো নিলেন! কাজে লাগবে কি কিছু?"

টাপু তাকাল মাদ্রীর দিকে! নীল চোখদুটোর থেকে কিছুতেই চোখ সরছে না! বা চোখ জোর করে সরালেও মন সরছে না!

ও হাসল শুধু একটু। তারপর বলল, "বেশ কিছু ছবি নিলাম। তারপর দেখি কেমন দাঁড়ায়!"

ওরা এসে দাঁড়িয়েছে প্রাসাদের একটা দিকের ছাদের উপর। জায়গায়-জায়গায় ভেঙে পড়েছে ছাদটা, কিন্তু আশপাশটা এত সুন্দর যে সামান্য ঝুঁকি নিয়েও মাদ্রীর পিছন-পিছন এগোচ্ছে টাপু!

মেয়েটা ইতিমধ্যে ওকে অনেকটাই ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। এই প্রাসাদটা ছিল এক মুঘল সেনাপতির। সেখান থেকে হাতবদল হয়ে পরে মাদ্রীদের পূর্বপুরুষদের হাতে আসে।

নীচে একটা বড় জায়গা দেখাতে-দেখাতে মাদ্রী বলেছিল, "এইখানে একবার জাহাঙ্গির এসেছিলেন। তবে তখনও তিনি সেলিম! বড়-বড় খুঁটি ছিল আগে। হাতি বেঁধে রাখা হত এখানে।"

boierpathshala.blogspot.com

আর-একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা কুয়ো দেখিয়ে বলেছিল, "আর এইখানে ছিল ফাঁসি-দেওয়া। এই কুয়োর উপর ফাঁসিতে লোক ঝোলানো হত!"

এমন নির্জন দুপুর! নিস্তব্ধ চরাচর। তার মধ্যে ওই কুয়োটা দেখে একটু শ্বাস ঘন হয়েছিল টাপুর। ও নিজের অজান্তেই সতর্ক হয়ে উঠেছিল। এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হয়েছিল ওই অতল কুয়ো থেকে উঠে আসছে কয়েক শতাব্দীর হাওয়া! আর সেই হাওয়ায় যেন ফিরে আসছে মৃত মানুষদের ফিসফিস! দীর্ঘশ্বাস!

মাদ্রী বলল, "আপকো ক্যায়সে পতাহ কে আজ খাস দিন হ্যায়!"

"খাস দিন?" টাপু অবাক হল।

মাদ্রী বলল, "আসুন এদিকে। ছাদের ওই পাশ থেকে সরু সুতোর মতো করে যে পথটা গেছে সামনে, ওইদিকে চলুন। একটা জিনিস দেখাই।"

"কী জিনিস?" টাপু জিজ্ঞেস করল।

মাদ্রী ঘুরে বলল, "আজ রৌনকের মৃত্যুদিন!"

"রৌনক! সে কে?"

মাদ্রী ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল সেতুটার কাছে। টাপু দেখল চার ফুটের মতো চওড়া সেতুটা সোজা চলে গিয়েছে সামনে, খাদের দিকে।

boierpathshala.blogspot.com

এই প্রাসাদটা উপত্যকার এমন একটা জায়গায় যে এর পাশেই গভীর খাদ! ও মাদ্রীর পিছু-পিছু এগোল।

মাদ্রী বলল, "আড়াইশো বছর আগে এই হাভেলির মালিক লালিপ্রসাদের মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়েছিল রৌনকের। রৌনক ছিল একজন চিত্রকর। লালিপ্রসাদের দ্বিতীয় স্ত্রী ঝিলমের ছবি আঁকতে ওকে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু রৌনক এসে প্রেমে পড়ে লালিপ্রসাদের বড় মেয়ে মোতিয়ার!

"সে ছিল এক দামাল প্রেম! সব রসম-রিওয়াজের বাইরে গিয়ে তারা ভালবেসেছিল দু'জন-দু'জনকে। এমনকী লুকিয়ে শাদি করার কথাও ভেবেছিল তারা। কিন্তু ঝিলম এসে পড়ে মাঝে। ঝিলমেরও ভাল লেগেছিল রৌনককে। কিন্তু মোতিয়ার প্রেমে পাগল রৌনক ফিরিয়ে দেয় ঝিলমকে। রাগে, হিংসায়, অপমানে ঝিলম পাগল হয়ে গিয়েছিল। রৌনক ওকে ফিরিয়ে দিল! এর শাস্তি তো পেতেই হবে রৌনককে! আড়াইশো বছর আগে এই আজকের দিনেই ঝিলম ফিকির করে ডেকে আনে রৌনককে। আগে থাকতেই লালিপ্রসাদকে বলে রেখেছিল ঝিলম যে রৌনক ওর উপর খারাপ নজর দিচ্ছে। ব্যস, এমন নির্জন দুপুরে ঝিলমের ঘরে রৌনককে দেখে রাগে উন্মাদ হয়ে যায় লালিপ্রসাদ! সঙ্গে-সঙ্গে আটক করা হয় রৌনককে আর তারপর রক্ষী দিয়ে ওকে ছুড়ে ফেলা হয় ওই নীচে!"

boierpathshala.blogspot.com

মাদ্রী হাত দিয়ে দেখাল খাদের দিকটায়। টাপু ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। মাদ্রী সরে গেল টাপুর পিছনে। সেতুটার একদম শেষ প্রান্তে গিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকল টাপু। আর সঙ্গে-সঙ্গে মাথা ঘুরে গেল! অত নীচে!

"বাবুজি!"

আচমকা ডাকে আর-একবার টাল সামলাল টাপু। তারপর দ্রুত পিছনে ফিরল! দেখল বংশীকাকা! কিন্তু মাদ্রী! সে কোথায়! এই তো ছিল মাদ্রী! কথা বলছিল তো দাঁড়িয়ে। তা হলে! থতমত খেয়ে তাকাল টাপু! বংশীকাকা এগিয়ে এল, "আপ ইহাঁ কেয়া কর রহে হো বাবুজি?"

"আমি... মানে মাদ্রী নিয়ে এল তো! রৌনককে কোথা থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল... মানে... ওই মেয়েটা! নীল চোখ! গলায় লালচে পাথরের মালা..." টাপুর গুলিয়ে গেল কথা!

বংশীকাকা ম্লান মুখে তাকাল দুপুরের রোদের দিকে। হালকা হাওয়া পাক খাচ্ছে! বাতাসে জড়িয়ে আছে চন্দনের গন্ধ! আর আবার সেই পাখিটা ডাকছে খা খা করে! থমথমে দুপুর যেন ক্রমশ গিলে নিচ্ছে সমস্ত চরাচর! আর হঠাৎ সর সর শব্দ হল একটা। টাপু চমকে উঠল! দেখল সেতুর উপর দিয়ে একপাশ থেকে অন্য পাশে চলে গেল একটা গিরগিটি। সেই গিরগিটি?

boierpathshala.blogspot.com

টাপু দেখল সেই প্রাণীটি দূরে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে লাল চোখ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে!

বংশীকাকা ভয়ার্ত গলায় বলল, "উও ফির আয়ি থি!"

(৪)

দোতলার নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা বড় ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল টাপু। এখনও সারা শরীর কাঁপছে ওর! কী হল ওর সঙ্গে এতক্ষণ! কে এসেছিল ওর কাছে? আর অমন খাদের ধারে কী করছিল ও!

বংশীকাকা সেই একটা বাক্যের পর আর কিছু বলেনি। বরং হাত ধরে টেনে এনেছে প্রাসাদের দোতলায় এই ঘরটার সামনে।

বংশীকাকা বিশাল দরজার তালা খুলে সেটা ঠেলল। ক্যাঁচ শব্দ করে ধীরে-ধীরে খুলে গেল বৃদ্ধ দরজাটি। বংশীকাকার চোখের ইশারায় ঘরে ঢুকল টাপু।

আর ঢুকেই থমকে গেল। ঘরের একটা দিকে কোনও দেওয়াল নেই। আর সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে অতল খাদ! সেই অতল খাদের পাশেই এক ঘর! তাও এর দরজা বন্ধ! কেন?

boierpathshala.blogspot.com

বংশীকাকা মন্থর গলায় বলল, "আপ উসে জাগায়া কিউঁ! মানা কিয়া থা না! এটা ওর ঘর ছিল।"

"কার?" টাপু অবাক হল।

বংশীকাকা বলল, "ওই যাকে দেখলে! মোতিয়া!"

"কী!" টাপু ছিটকে উঠল, "মানে? ও তো মাদ্রী!"

বংশীকাকা ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল সামনে দেওয়ালের দিকে। এই দেওয়ালটাই যা অক্ষত রয়েছে। তাও চারিদিকে শ্যাওলা আর গাছপালা ভর্তি!

বংশীকাকা ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "নানা নামে ও সামনে আসে বাবু। রৌনকের মৃত্যুর পর মোতিয়াকে আটকে রাখা হয় এই ঘরটায়!"

"পাগল হয়ে গিয়েছিল মোতিয়া! কারও সঙ্গে কথা বলত না! কেউ আসতও না ওর ঘরে। শুধু এই ঘরের ভিতর ওর নূপুরের শব্দ পাওয়া যেত। তারপর একদিন থেমে গেল সেই শব্দ। লোকজন দরজা ধাক্কাল। কেউ খুলল না।

শেষে ভাঙা হল দরজা। আর দেখা গেল, উপরের ঝাড়বাতি থেকে উড়নি বেঁধে তাতে ঝুলছে মোতিয়া!

"তারপর কী যে অভিশাপ লাগল প্রাসাদে! ধীরে-ধীরে মারা যেতে লাগল সবাই। আর ভাঙন ধরল এই বংশে। ক্রমে পরিত্যক্ত হয়ে গেল এই প্রাসাদ! শুধু আমি রয়ে গেলাম। এই ঘরটা আর খুলতাম না। খোলা

boierpathshala.blogspot.com

বারণ ছিল! কেবল মাঝে-মাঝে কেউ যদি পথ ভুলে বা ঘুরতে এখানে আসত, তারা দেখতে পেত মোতিয়াকে! যেমন আপনি দেখলেন বাবু! আর...” বংশীকাকা হঠাৎ চুপ করে গেল।

টাপু তাকিয়ে রইল বংশীকাকার দিকে। লোকটা সত্যি বলছে!

হাওয়া আসছে খাদের দিকে ভাঙা দেওয়াল থেকে। আচমকা শীত করল টাপুর। দুপুরটা যেন আরও নির্জন লাগছে। এমন ভেঙে পড়া বাড়ি, বৃদ্ধ মানুষ আর মোতিয়া! সে এসেছিল! সত্যি!

বংশীকাকা তাকাল টাপুর দিকে, তারপর বলল, “বিসওয়াস নেহি হোতা আপকো! ঠিক হ্যায় বাবু, ইয়ে দেখিয়ে!”

বংশীকাকা এগিয়ে গিয়ে অক্ষত দেওয়ালে টাঙানো শতচ্ছিন্ন একটা কাপড় ধরে টান মারল। আর অসংখ্য ধুলো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

বংশীকাকা ফিরে এল টাপুর কাছে। হাত তুলে বলল, “দেখিয়ে।”

আর টাপু দেখল, দেওয়ালে ঝোলানো একটা বহু পুরনো, আবছা ছবি! একটা মেয়ে। পরনে ঘাঘরা। কোঁকড়া, খোলা চুল। গলায় লালচে পাথরের হার! আর চোখদুটো কী উজ্জ্বল নীল!

টাপু ভয়ে পিছিয়ে গেল ছবিটা দেখে। এত পুরনো আর আবছা ছবি, কিন্তু চোখদুটো! চোখ দুটো অমন উজ্জ্বল নীল কী করে থাকে! আর তাতে কি পলক পড়ল!

boierpathshala.blogspot.com

টাপু কিছু বলার আগেই আচমকা নিস্তব্ধ দুপুর খানখান করে বিকট শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা!

শব্দের আকস্মিকতা আর ভয়ে আরও পিছিয়ে গেল টাপু। ও খেয়াল করল না পিছনে ঘরের মেঝে শেষ! খেয়াল করল না ঘরটা অর্ধেক নেই! ভাঙা আর নড়বড়ে ইটে পা পড়ল টাপুর। এবার আর টাল সামলাতে পারল না! পিছনদিকে হেলে গেল। আর ঠিক তখনই বংশীকাকার হাত এসে ধরল টাপুর হাতের ক্যামেরার স্ট্র্যাপটা!

টাপু শূন্যে ঝুলছে যেন! পিছনে অতল খাদ! সামনে ক্যামেরার স্ট্র্যাপ ধরে থাকা বংশীকাকা! খাদ থেকে উঠে আসা হাওয়া ফিসফিস করছে!

বংশীকাকা বলল, "আপকো আনা নেহি চাহিয়ে থা!"

"প্লিজ়... প্লিজ়..." টাপুর গলা বুজে এল।

"বোলা থা আপকো! বিটিয়া কো জাগানা নেহি চাহিয়ে থা! বিটিয়া এমন দিনে খালি হাতে যায় না!"

"খালি হাতে? মানে..." টাপুর গলা বন্ধ হয়ে এসেছে ভয়ে। সারা বাড়িটা হেলে আছে সামনে! পাখিটা চিৎকার করছে- খা খা!

"ভেবেছিলাম করব না! কিন্তু বিটিয়া যখন চাইছে..."

কথা শেষ হওয়ার আগেই বংশীকাকার হাতের টানে স্ট্র্যাপটা ছিড়ে গেল হঠাৎ! শূন্যের ভিতর নীচের পাথুরে খাদে পড়ে যেতে-যেতে

boierpathshala.blogspot.com

টাপু দেখল ওর দিকে তাকিয়ে থাকা বংশীকাকার হিংস্র চোখদুটো টকটকে লাল!

আর অতল খাদের পাথরে ছিটকে পড়তে-পড়তে চিৎকার করে বিছানায় উঠে বসল টাপু!

(৫)

মাথাটা দপদপ করছে! চোখ দুটো ব্যথা! ঘামে ভিজে গিয়েছে পিঠ। টাপু বিছানাটা দেখল। ওটাও ভিজে গিয়েছে! ও ঘুমিয়ে পড়েছিল! কতক্ষণ ঘুমিয়েছে ও!

পাখি কি আছে এখনও না বেরিয়েছে? ক'টা বাজে এখন!

টাপু ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘরটা আবছা অন্ধকার। পাখি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে নরম আলোটা। সাড়ে ছ'টা বাজে। মানে সন্ধে হয়ে গিয়েছে। টাপু চোখ বন্ধ করল একবার। আর সঙ্গে-সঙ্গে সামনে ভেসে উঠল সেই লাল রংয়ের চোখ!

আঃ! চোখ খুলে মাথা নাড়াল টাপু!

দরজা খুলে বেরল ঘরের বাইরে! কোথায় একটা মোবাইল বাজছে। পরিচিত টোন! আরে, পাখির ফোন! তবে কি পাখি ফিরে এল!

করিডোরটা আবছা। দূরে রান্নাঘরের আলো এসে পড়েছে একটু। বাঁদিকে বসার ঘর। নরম আলো জ্বলছে সেখানে!

boierpathshala.blogspot.com

করিডোরের পাশে একটা ব্যাগ। বেশ বড়। তাতে প্লেনের লাগেজের ট্যাগ ঝুলছে। লাবণ্য বলে মেয়েটি কি এসে গেল?

ফোনটা বেজেই চলেছে! কেউ ধরছে না? করিডোরটা কেমন যেন নির্জন! আচমকা সেই খা খা ডাকটা মনে পড়ল টাপুর! আচ্ছা, স্বপ্নের মধ্যে কেউ শব্দ শুনতে পারে!

"পাখি, ফোনটা ধর," হঠাৎ বসার ঘর থেকে একটা মেয়ের গলা শুনতে পেল টাপু।

লাবণ্য! এসে গেছে! পাখি ওকে ডাকেনি কেন? আসলে ও ঘুমোলে পাখি ওকে ডাকে না! কিন্তু আজ ডাকতে পারত!

করিডোরে দাঁড়িয়ে টাপু এবার দেখল পাখিকে! রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কোনওদিকে না তাকিয়ে পাখি দ্রুত ঢুকে গেল বসার ঘরে!

টাপু হাসল মনে-মনে। স্বপ্নটা বড্ড নাড়িয়ে দিয়েছে ওকে!

ও এগিয়ে গেল বসার ঘরের দিকে। হাত দিয়ে জামাটা ঠিক করল। চুলটা পাট করল।

"হ্যালো!" পাখির গলাটা শুনতে পেল টাপু!

"কী!" আচমকা তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল পাখি।

চমকে উঠল টাপু। কী হল!

"কী বলছেন আপনি? কী বলছেন!" পাখির গলাটা কেমন যেন ভেঙেচুরে গেল!

boierpathshala.blogspot.com

"পাখি! পাখি!" এবার লাবণ্যর গলা পেল টাপু।

ও দ্রুত পায়ে গিয়ে দাঁড়াল বসার ঘরের দরজায়! পাখির হাত থেকে ফোন পড়ে গিয়েছে! পাখিও পড়ে আছে সোফায়। চুলগুলো এলোমেলো। কাঁপছে! লাবণ্য জড়িয়ে ধরে আছে পাখিকে।

"কী হয়েছে পাখি?"

পাখির মুখটা লাবণ্যর বুকে গোঁজা। আর লাবণ্য দরজার দিকে পিঠ করে ধরে আছে পাখিকে। কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না টাপু।

ও আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে পাখি?"

পাখি গোঙানির মতো শব্দ করল শুধু। তারপর ভেজা, ফোঁপানো আর জড়ানো গলায় বলল, "নেই... টাপু নেই লাবণ্য!"

কী! ছিটকে উঠল টাপু! কী বলছে পাখি? ও নেই মানে!

পাখি ফোঁপানো গলায় বলল, "আমি কতবার যেতে না করলাম! কতবার বললাম... শুনল না! আর শেষে পুরনো একটা প্যালেসের ঘর থেকে পড়ে গিয়ে... খাদে পড়ে গিয়ে... মা গো..."

কী বলছে পাখি! ও নেই! পড়ে গিয়ে... কিন্তু সেটা তো স্বপ্ন! সেটা তো সত্যি নয়। তা হলে? এটাও কি তবে স্বপ্ন!

টাপু এগিয়ে গেল ঘরের ভিতর, "পাখি! এই পাখি! এই তো আমি!"

boierpathshala.blogspot.com

পাখি বলল, "ও... আজ দুপুরে নীলিঘাটিতে... মা গো, আমি ভাবতে পারছি না! কতবার বারণ করলাম! ভাঙা ঘর থেকে পড়ে... টাপু..."

"পাখি, এই তো আমি," টাপু এবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল।

"চুপ," মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল লাবণ্য, "চুপ একদম। ওকে বিরক্ত কোরো না এখন। মৃত প্রেমিকের জন্য কাঁদতে দাও ওকে!"

টাপু স্থির হয়ে গেল। নিমেষে ওর শরীর বেয়ে হেঁটে গেল বরফের গিরগিটি। ও দেখল লাবণ্যকে! কোঁকড়া চুল! হলুদ কুর্তি! গলায় লালচে পাথরের হার! পাখিকে বুকে জড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে লাবণ্য। বন্ধ ঘরের হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা চন্দনের গন্ধ! টাপু দেখল, আবছা আলোয় লাবণ্যর নীল চোখ দুটো জ্বলছে!

boierpathshala.blogspot.com